CONTENT

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

01.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	০৪.১০.২০২৪	ট্রাফিক হেলপার	1
02.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (Written)	২০.০১.২০২৪	গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট	9
03.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	০১.০৯.২০২৩	গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট	15
04.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	২৫.০৩.২০২৩	ট্রাফিক কার্গো হেল্পার	23
05.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	০৩.০৩.২০২৩	এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট	27
06.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	২৮.০১.২০২৩	জুনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান	34
07.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	২৬.০৮.২০২২	প্ল্যানিং অ্যাসিসটেন্ট	41
08.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	২৩.০৪.২০২২	গ্রাউন্ড সার্ভিস	50
09.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	১৮.০৯.২০২১	কার্গো হেলপার	57
10.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	০৮.০১.২০২১	সহকারী ব্যবস্থাপক	67
11.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (Written)	২০২০	সহকারী ব্যবস্থাপক	77
12.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (Written)	২৮.০২.২০২০	সহকারী ব্যবস্থাপক	81
13.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	২০২০	এসএই বি/আর (সি)	85
14.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	১০.০৫.২০১৯	পাইলট	87
15.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	১৩.১০.২০১৮	গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট	94
16.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	২৪.১২.২০১৭	ট্রেইনি অফিসার	100

	স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পর স্পেনের জাতীয় পতাকাবাহী বিমানে পরিণত হয় আইবেরিয়া। বর্তমানে এটি সরকারের হাতে রয়েছে। ১৯৪৬ সালে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে চলাচলকারী প্রথম এয়ারলাইন্স এটি। ২০০১ সালে এই বিমান সংস্থাকে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স গ্রুপ সৃষ্টিতে ২০১০ সালে সংস্থাটি বৃটিশ এয়ারওয়েজের সঙ্গে মিশে যায়।
১০. এরোফ্লোট	অরিজিনালি এর নাম ছিল ডোবরোলেট। কিন্তু ১৯৩২ সালে নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয় এরোফ্লোট। এ সময় বেসামরিক সব বিমান সংস্থাকে একটি মাত্র এনটিটির অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমান সংস্থা হয়ে ওঠে এরোফ্লোট। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ছিল বিশাল এক এলাকা। এর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগে একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে আকাশপথে ভ্রমণ। ১৯৫৬ সালে এই বিমান সংস্থায় যুক্ত হয় টুপোলেভ টু-১০৪। সত্যিকারভাবে এটাকে সফল জেট এয়ারলাইনার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শীতল যুদ্ধের বছরগুলোতে এরোফ্লোট সবচেয়ে দূরপাল্লা ইল-৬২ পরিচালনা করে। তা কিউবা পর্যন্ত উড়ে যায়। সুপারসনিক টুপোলেভ টু-১৪৪ আরও গতি আনে সোভিয়েত বেসামরিক বিমান চলাচলে। একইভাবে ১৯৯০ এর দশকে এরোফ্লোটকে আলাদা করা হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক বিমান সংস্থায় বিভক্ত করা হয়। সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তাদের নিজেদের মতো সার্ভিস শুরু করে। তখন এই বিমান সংস্থা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তার পর থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রয়েছে।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ বিমান নির্মাণকারী কোম্পানি কোনগুলো

বিমান বা উড়োজাহাজ তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোরই একচ্ছত্র আধিপত্য বলা চলে। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টিই যুক্তরাষ্ট্রের। বাকি ৬ কোম্পানির মধ্যে নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ভারত, কানাডা, ব্রাজিল ও দক্ষিণ কোরিয়ার একটি করে রয়েছে। পরিসংখ্যানবিষয়ক সংস্থা ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট কোম্পানিসমার্কেটক্যাপ ডট কম থেকে এই তালিকা প্রণয়ন করেছে।উড়োজাহাজের বাজারে সবচেয়ে বেশি পরিচিত দুটি নাম হচ্ছে এয়ারবাস ও বোয়িং। এয়ারবাস নেদারল্যান্ডসে তালিকাভুক্ত, তবে এটির কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে। ফলে অনেকেই মনে করেন, এয়ারবাস ফরাসি কোম্পানি। বাণিজ্যিক ও সামরিক–উভয় ধরনের বিমানই তৈরি করে এয়ারবাস। আর বোয়িং হচ্ছে মার্কিন কোম্পানি।

ক্র.	নাম	দেশ
প্রথম	লকহিড মার্টিন	যুক্তরাষ্ট্রে
দ্বিতীয়	এয়ারবাস	নেদারল্যান্ডস
তৃতীয়	বোয়িংয়	যুক্তরাষ্ট্রে
চতুর্থ	হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস	ভারত
পঞ্চম	দাসো অ্যাভিয়েশন	ফ্রান্স
ষষ্ঠ	টেক্সট্রন	যুক্তরাষ্ট্রে
সপ্তম	বোম্বার্ডিয়ার	কানাডা
অষ্টম	এমব্রেয়ার	ব্রাজিল
নবম	কোরিয়া অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ	দক্ষিণ কোরিয়া
দশম	জোবি এভিয়েশন	যুক্তরাষ্ট্রে

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ইতিহাস

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই, ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স একটি DC-3 বিমান দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। দুটি F-27 বিমান সংগ্রহের পর, বিমান ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম ও সিলেট অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে। এর কিছুদিন পর একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান বহরে যুক্ত হয়, যা বিমানকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালানোর সুযোগ দেয়। সত্তরের দশকের শেষে, বিমানের বহরে ৮টি F27 এবং ৫টি বোয়িং ৭০৭ বিমান ছিল, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সেবা দিত।

আশির দশক:

আশির দশক ছিল বিমানের বহর তৈরির নতুন যুগ। ১৯৮১ সালে নতুন ফকার 28-4000 যোগ হয় এবং ১৯৮৩ সালে তিনটি প্রশস্ত বডির DC10-30 বিমান বহরে যুক্ত হয়। ১৯৮৯ সালে আরেকটি নতুন DC10-30 বহরে যুক্ত হয়। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে, বিমান তার পুরোনো F27 বিমান সরিয়ে নতুন দুটি ATP বিমান কিনে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রুটে পরিচালনা শুরু করে। ১৯৯৬ সালে বিমান দুটি নতুন এয়ারবাস 310-300 কিনে এবং ২০০৪ সালে ATP বিমানগুলো বন্ধ করে দেয়।

বহর আধুনিকীকরণ:

বিমান বহরকে নতুন প্রজন্মের বিমানে আধুনিকায়ন করতে, ২০০৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে বিমান বোয়িংয়ের সঙ্গে দুটি চুক্তি করে। চুক্তির আওতায় ৪টি 777-300ER, ৪টি 787-8 এবং ২টি 737-800 বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- চারটি 777-300ER বিমান ২০১১ সালের অক্টোবর/নভেম্বর, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি এবং ২০১৪ সালের ২১ মার্চ বহরে যুক্ত হয়।
- দুটি 737-800 বিমান ২০১৫ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বরে বহরে যুক্ত হয়।
- তিনটি বোয়িং 787-8 বিমান ২০১৮ সালের আগস্ট/ডিসেম্বর এবং ২০১৯ সালের আগস্টে বহরে যোগ হয়।
- ২০১৯ সালের ১৬ মে পঞ্চম বোয়িং 737-800 বিমান বহরে যুক্ত হয় এবং ষষ্ঠটি ২০১৯ সালের ৩০ জুন বহরে যোগ হয়।
- ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে চতুর্থ নতুন 787-8 বিমান সরবরাহ করা হয়।
- কানাডা ও বাংলাদেশের সরকারগুলোর মধ্যে G2G চুক্তির অধীনে কেনা তিনটি ড্যাশ-৮ বিমান বহরে যুক্ত হয় যথাক্রমে ২৬ ডিসেম্বর ২০২০, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং ৫ মার্চ ২০২১।

বর্তমানে বিমানের মোট ২১টি বিমান রয়েছে।

- এর মধ্যে রয়েছে:
- ৪টি বোয়িং 777-300ER
- ৪টি বোয়িং 787-8
- ২টি বোয়িং 787-9
- ৬টি বোয়িং 737
- ৫টি ড্যাশ 8-400

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভিশন, মিশন, কৌশলগত লক্ষ্য এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়ার সেরা ১০টি এয়ারলাইন্সের একটি হিসেবে বিশ্বমান অর্জন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন; আন্তর্জাতিক মানের সেবাসমুহ তৈরি ও প্রদান, উড়োজাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং আনুষঙ্গিকসেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রনালয়

17.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (Written)	০৮.১১.২০২৪	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	105
18.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (Written)	২৮.০৬.২০২৪	এরোড্রাম সহকারী	110
19.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২০.০৪.২০২৪	ড্রাইভিং/ মোটর পরিবহন চালক	112
20.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৩.০৩.২০২৪	নিরাপত্তা অপারেটর	116
21.	বাংলদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	০২.০৩.২০২৪	অফিস সহকারী	124
22.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৪.০২.২০২৪	সিনিয়র অফিসার	132
23.	সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ	০৩.০২.২০২৪	নিরাপত্তা অধিক্ষক	140
24.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৭.০১.২০২৪	এয়ারপোর্ট ফায়ার লিডার	148
25.	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (Written)	১৫.১২.২০২৩	কম্পিউটার অপারেটর	156
26.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১৭.১১.২০২৩	এরোড্রাম সহকারী	158
27.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১০.১১.২০২৩	উচ্চমান সহকারী	167
28.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৮.০৭.২০২৩	এরোড্রাম কর্মকর্তা	176
29.	বিমান বাহিনী সদর দপ্তর (Written)	২২.১০.২০২২	বিভিন্ন পদ	185
30.	বিমান বাহিনী সদর দপ্তর (Written)	১৭.০৯.২০২২	অফিস সহকারী	187
31.	বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর (Written)	০৯.০৯.২০২২	অফিস সহায়ক	189
32.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (Written)	০৭.০৫.২০২২	হিসাব সহকারী	191
33.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	৩১.১০.২০২১	স্টোরম্যান	194
34.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৩.১০.২০২১	সিকিউরিটি অফিসার	202
35.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২২.১০.২০২১	সিনিয়র অফিসার	210
36.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	০৮.১০.২০২১	উচ্চমান সহকারী	218
37.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	০১.১০.২০২১	নিরাপত্তা অপারেটর	226
38.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৫.০৯.২০২১	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	234
39.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৪.০৯.২০২১	এরোড্রাম কর্মকর্তা	242
40.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১৮.০৯.২০২১	সহঃ নিরাপত্তা কর্মকর্তা	250
41.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১১.০৯.২০২১	এরোড্রাম ফায়ার লিডার	258
42.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১০.০৯.২০২১	মেডিক্যাল অফিসার	265
43.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১০.০৯.২০২১	প্রকিউরমেন্ট অফিসার	272
44.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (Written)	২৭.১১.২০২০	অফিস সহায়ক	279

০৪. কোয়ান্টাস	এই বিমান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে। অস্ট্রেলিয়ার বাইরের খুব কম মানুষই জানেন যে, 'কুইন্সল্যান্ড অ্যান্ড নর্দান টেরিটোরি এরিয়েল সার্ভিসেস'-এর প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে কোয়ান্টাস শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর নামই ইঙ্গিত দেয় যে, প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসকারী মানুষদের এলাকায় সেবা দেয়া। এর প্রথম বিমান ছিল একটি এভরো ৫০৪।এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের একটি এমন বিমান যাতে একজনমাত্র পাইলট ও একজন যাত্রী আরোহণ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোয়ান্টাসকে জাতীয়করণ করে অস্ট্রেলিয়ান সরকার। ১৯৯০ এর দশকে আবার তা বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। বর্তমানে কোয়ান্টাস অস্ট্রেলিয়ার পতাকাবাহী মূল ক্যারিয়ার। একই সঙ্গে এটি সেখানকার সবচেয়ে বড় বিমান সংস্থা। বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত বিমান সংস্থার অন্যতম এটি।
০৫. চেক এয়ারলাইন্স (সিএসএ)	এই বিমান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। একই বছরের অক্টোবরে তাদের প্রথম ফ্লাইট আকাশে ওড়ে। নব প্রতিষ্ঠিত চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় বিমান সংস্থা হিসেবে এর যাত্রা শুরু। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটে। যুদ্ধ পরবর্তী কমিউনিস্ট সরকার আবার এই বিমান সংস্থাকে পুনঃস্থাপন করে। বিওএসি এবং এরোফ্লোটের পর তৃতীয় বিমান সংস্থা হিসেবে ১৯৫৭ সালে তারা জেট এয়ালাইনার পরিচালনা করে। এ সময় তারা সোভিয়েতে প্রস্তুত টুপোলেপ টু-১০৪ এ সার্ভিসে যুক্ত করে। শুধু প্রাগ থেকে মস্কো পর্যন্ত সংযুক্ত করে প্রথম জেট বিমান চালু করে তারা। শীতল যুদ্ধকালে সিএসএ উল্লেখযোগ্য বড় অপারেশন পরিচালনা করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ২১টি দূরপাল্লার ইলুশিন ইল-৬২ বিমান। যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া পর্যন্ত তাদের ছিল বিস্তৃত রুট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুটি ঘটনা ঘটে যায়। প্রথমত বড় মাপে ছিনতাইয়ের শিকার হয় এই বিমান সংস্থা। পক্ষত্যাগীরা ১৯৫০ সালে তিনটি বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করে নিয়ে যায় তখনকার পশ্চিম জার্মানিতে। ছিনতাইকারীদের হাতে একজন ক্যাপ্টেনকে প্রথম হারায় এই বিমান সংস্থা। সেটা ১৯৭০ এর দশকে। ২০২১ সালে বিমান সংস্থাটি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর তাদের শততম বার্ষিকীর অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।
০৬. ফিনএয়ার	প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৩ সালে। প্রথম ফ্লাইট পরিচালনা করে পরের বছর মার্চে। শুরুর প্রথম ১২ বছরে তারা শুধু সামুদ্রিক বিমান হিসেবে পরিচালনা করে।কারণ, ফিনল্যান্ডে আছে বহু হ্রদ এবং পানিপথ। ডিসি-১০ বিমান নিয়ে ইউরোপের প্রথম বিমান হিসেবে এই সংস্থার বিমান বিরতিহীনভাবে ১৯৮৩ সালে উড়ে যায় টোকিও। এর ৫ বছর পরে ইউরোপিয়ান একমাত্র বিমান হিসেবে ফিনএয়ার ইউরোপ ও চীনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করে।
০৭. ডেল্টা এয়ারলাইন্স	প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে। ক্ষুদ্র পরিসর থেকে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমান সংস্থার অন্যতম হয়ে উঠেছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ করপোরেট সিদ্ধান্ত এই বিমান সংস্থাকে বৈশ্বিক এয়ারলাইন্সের শীর্ষ স্থানে উঠে আসতে সহায়তা করেছে। তা হলো প্যান অ্যামের ইস্ট কোস্ট এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইউরোপিয়ান রুট কিনে নেয়া। ২০০৮ সালে তারা নর্থইস্ট এয়ারলাইন্সের সঙ্গে মিলে যায়।
০৮. এয়ার সার্বিয়া	প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৭ সালে। বেশ কিছু বিমান সংস্থা থেকে যুগোস্লোভিয়ার জাতীয় পতাকাবাহী বিমান সংস্থা হয়ে ওঠে এয়ার সার্বিয়া। ১৯২৭ সালে এরোপুট এবং ১৯৪৮ সালে জ্যাট এয়ারওয়েজকে নিয়ে তাদের মিশন শুরু হয়। শীতল যুদ্ধের সময় জ্যাট উল্লেখযোগ্য রুট ডেভেলপ করে। পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে সরঞ্জাম কেনে। এটা সম্ভব হয়েছে যুগোস্লোভিয়া জোট নিরপেক্ষ দেশ বলে। যুগোস্লোভিয়া ভেঙে যাওয়ার পর জ্যাট হয়ে ওঠে সার্বিয়ার পতাকাবাহী বিমান সংস্থা। ২০১৩ সালে এই কোম্পানির শতকরা ৪৯ ভাগ তারল্য স্কট কিনে নেয় ইতিহাদ। তারপর এয়ার সার্বিয়া নাম ধারণ করে তারা কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।
০৯. আইবেরিয়া	১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর ডিসেম্বরে প্রথম ফ্লাইট পরিচালনা করে। আগে এটি ছিল বেসরকারি কোম্পানি। তবে শুরুর পরপরই তা সরকারের স্পন্সরশিপের অধীনে যায়। মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার মধ্যে পোস্টাল পরিবহন করতে থাকে। ১৯৩০ এর দশকের শুরুতে বিরতি দেয়। তারপর জার্মানির সহায়তায় পুনরুদ্ধার হয়

নেদারল্যান্ডস	রয়াল ডাচ এয়ারলাইন্স
বেলজিয়াম	সাবিনা ওয়ার্ড এয়ারলাইন্স
ডেনমার্ক	ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স সিস্টেম
গ্রীস	অলিম্পিক এয়ারওয়েজ
যুক্তরাষ্ট্র	প্যান আমেরিকান
যুক্তরাষ্ট্র	ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্স
ব্রাজিল	বারিজ
কানাডা	কানাডিয়ান এয়ারলাইন্স
অস্ট্রেলিয়া	ক্যান্টাস এয়ারওয়েজ
অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়ান এয়ারওয়েজ
নিউজিল্যান্ড	এয়ার নিউজিল্যান্ড

২০২৪ সালে বিশ্বের সেরা ১০ উড়োজাহাজ সংস্থা

এয়ারলাইন্স	বিবরণ
১. কাতার এয়ারওয়েজ	কাতারের জাতীয় উড়োজাহাজ সংস্থা কাতার এয়ারওয়েজ। দোহাভিত্তিক কাতার এয়ারওয়েজের বহরে ২০০টির বেশি উড়োজাহাজ আছে। সংস্থাটির উড়োজাহাজ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ১৫০টির বেশি গন্তব্যে চলাচল করে। যাত্রীসেবার ক্ষেত্রে তারা আরাম, চমৎকার খাবার, অডিও-ভিডিও বিনোদনের মতো বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
২. সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস	সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে। সংস্থাটির বহরে ১৮০টির বেশি উড়োজাহাজ আছে। ১১০টির বেশি গন্তব্যে চলাচল করে এই সংস্থার উড়োজাহাজ।
৩. এমিরেটস এয়ারলাইনস	এমিরেটস এয়ারলাইনস সংযুক্ত আরব আমিরাতের উড়োজাহাজ সংস্থা। সংস্থাটির সদর দপ্তর দুবাই। তারা আধুনিক ও আরামদায়ক উড়োজাহাজ পরিচালনা করে। প্রতিদিন ছয়টি মহাদেশজুড়ে তারা সেবা দেয়। বর্তমানে সংস্থাটির বহরে ২৬২টি উড়োজাহাজ রয়েছে। ১৫২টি গন্তব্যে চলাচল করে সংস্থাটির উড়োজাহাজ।
৪. অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ (এএনএ)	দুটি হেলিকপ্টার নিয়ে ১৯৫২ সালে যাত্রা শুরু করে এএনএ। পরে এএনএ জাপানের বৃহত্তম উড়োজাহাজ সংস্থা হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে নিজেকে এশিয়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উড়োজাহাজ সংস্থায় রূপান্তর করে এএনএ। ৮২টি আন্তর্জাতিক রুট ও ১১৮টি অভ্যন্তরীণ রুটে উড়োজাহাজ পরিচালনা করছে সংস্থাটি।
৫. ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ	ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ হংকংভিত্তিক উড়োজাহাজ সংস্থা। সংস্থাটির বহরে প্রায় ২০০টি উড়োজাহাজ রয়েছে। সংস্থাটি এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ২০০টির বেশি গন্তব্যে যাত্রী-কার্গো পরিষেবা দেয়।
৬. জাপান এয়ারলাইনস	জাপান এয়ারলাইনস ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার বহরে ২৩০টির বেশি আধুনিক উড়োজাহাজ রয়েছে।

২. **পূর্ব পাকিস্তান সময়কাল (১৯৪৭-১৯৭১):**

- ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঢাকার তেজগাঁওতে প্রথম বেসামরিক বিমানবন্দর স্থাপন করে।
- পাকিস্তানের সিভিল এভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট তখন পূর্ব পাকিস্তানের বিমান চলাচল পরিচালনা করতো।

৩. **স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় (১৯৭১-১৯৮৫):**

- বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, ১৯৭১ সালে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বাংলাদেশ (CAAB) গঠিত হয়।
- এটি ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল এবং পরবর্তীতে আলাদা একটি সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করে।

৪. **১৯৮৫ থেকে বর্তমান:**

- ১৯৮৫ সালে CAAB সম্পূর্ণরূপে একটি স্বশাসিত সংস্থা হয়ে ওঠে।
- এর দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত বিমানবন্দর পরিচালনা, ফ্লাইট সেফটি, এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, এবং এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন।
- ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এবং সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ অন্যান্য বিমানবন্দর পরিচালনার কাজ করে।

প্রধান কার্যক্রম:

- বেসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা।
- নতুন এয়ারলাইনসের অনুমোদন ও রুট নির্ধারণ করা।
- বেসামরিক পাইলট এবং এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারদের লাইসেন্স প্রদান করা।
- বিমানবন্দরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন।

বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমান সংস্থা

দেশ	বিমানসংস্থা নাম
বাংলাদেশ	বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স লি
ভারত	ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স
পাকিস্তান	পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স
জাপান	জাপান এয়ারলাইন্স
মালয়েশিয়ান	এয়ারলাইন্স সিস্টেম মালয়েশিয়া
ইন্দোনেশিয়া	গারুদা
রাশিয়া	এরাফ্লোট
থাইল্যান্ড	থাই ইন্টারন্যাশনাল
সৌদি আরব	সৌদি এয়ারলাইন্স
কুয়েত	এয়ার ওয়েজ কুয়েত
কোরিয়া	কোরিয়ান এয়ারলাইন্স
চীন	চায়না এয়ারলাইন্স
সিরিয়া	সিরিয়ান আরব এয়ারলাইন্স
জর্ডান	রয়াল জর্ডানিয়ান
ব্রিটেন	ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ
ফ্রান্স	এয়ার ফ্রান্স
সুইজারল্যান্ড	সুইস এয়ার
ইটালি	আল ইটালিয়া

বিশ্বের সেরা ১০ বিমানবন্দর

যাত্রীদের মতামতের ভিত্তিতে একটি জরিপ পরিচালনা করে প্রতিবছর বিশ্বের বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে একটি র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে এভিয়েশন র‍্যাঙ্কিংসংক্রান্ত ওয়েবসাইট স্টাইর্ট্যাক্স। ১৮ এপ্রিল তারা ২০২৪ সালের তালিকা প্রকাশ করেছে।

	নাম	দেশ
১	হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কাতার
২	চাঙ্গি বিমানবন্দর	সিঙ্গাপুর
৩	সিউল ইনছন বিমানবন্দর	দক্ষিণ কোরিয়া
৪	হানেদা বিমানবন্দর	জাপান
৫	নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	টোকিও, জাপান
৬	শার্ল দ্য গল বিমানবন্দর	প্যারিস, ফ্রান্স
৭	দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	আরব আমিরাত
৮	মিউনিখ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	জার্মানি
৯	জুরিখ বিমানবন্দর	সুইজারল্যান্ড
১০	ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর	তুরস্ক

আয়তন অনুসারে বিশ্বের ১২টি বৃহত্তম বিমানবন্দর

	নাম	দেশ
১.	কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	সৌদি আরব
২.	আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	দুবাই
৩.	ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪.	আটলান্টা হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন বিমানবন্দর	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৫.	ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৬.	অরল্যান্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৭.	ওয়াশিংটন ডুলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪.	বেইজিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	চীন
৯.	জর্জ বুশ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
১০.	সাংহাই পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	চীন
১১.	কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মিশর
১২.	সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ব্যাংকক

৭. টার্কিশ এয়ারলাইনস	টার্কিশ এয়ারলাইনস ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তর ইস্তাম্বুল। সংস্থাটির বহরে ৩০০টির বেশি উড়োজাহাজ (যাত্রী ও কার্গো) রয়েছে। বিশ্বের ৩০০টির বেশি গন্তব্যে চলাচল করে সংস্থাটির উড়োজাহাজ।
৮. ইভিএ এয়ার	ইভিএ এয়ার ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তর তাইওয়ানে অবস্থিত। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার ৪০টির বেশি গন্তব্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করে সংস্থাটি।
৯. এয়ার ফ্রান্স	এয়ার ফ্রান্সের সদর দপ্তর ফ্রান্সে। ২০০৪ সালে এয়ার ফ্রান্স ও কেএলএম এক হয়। তারা বিশ্বের ১১৬টি দেশের ৩১২টি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে। দৈনিক ফ্লাইটের সংখ্যা ১ হাজার ৫০০।
১০. সুইস ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস	সুইস ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস সুইজারল্যান্ডের বৃহত্তম উড়োজাহাজ সংস্থা। সংস্থাটি ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে।

বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ১০ বিমান সংস্থা

বিমান সংস্থা	বিবরণ
০১. কেএলএম	এই বিমান সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ সালে। প্রথম ফ্লাইট শুরু করে ১৯২০ সালের মে মাসে। প্রথম বছরে তারা ৪৪০ জন যাত্রী পরিবহন করে। ২০২২ সাল পর্যন্ত যাত্রীর এই সংখ্যা ২ কোটি ৫৮ লাখ। এটি একটি ডাচ বিমান সংস্থা। যখন এই বিমান সংস্থা চালু হয় তখন বর্তমানের আমস্টার্ডাম পরিচিত ছিল ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিস নামে। সেই আমস্টার্ডামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে কেএলএম। এর প্রথম ফ্লাইটটি চালু হয় চার সিটের ডি হ্যাভিল্যান্ড ডিএইচ.১৬ বিমান দিয়ে।উদ্বোধনী ফ্লাইট বর্তমানে অকার্যকর লন্ডনের ক্রাইডন বিমানবন্দরে এসেছিল। ১৯২৪ সালে কেএলএম আমস্টার্ডাম থেকে বাতাভিয়া (বর্তমানের জাকার্তা) পর্যন্ত ফ্লাইট চালু করে। এটা ছিল তখন বিশ্বে সবচেয়ে দীর্ঘ বিমান রুট। ডিসি-৪ বিমান ব্যবহার করে ১৯৪৬ সালে ইউরোপের প্রথম বিমান সংস্থা হিসেবে তারা ফ্লাইট পাঠায় নিউ ইয়র্কে। যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থায় আধুনিকায়ন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।
০২. এভিয়াঙ্কা	প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ সালে। ওই বছরেই তারা প্রথম ফ্লাইট পরিচালনা করে। কলম্বিয়ার বারাঙ্কুইলাতে জার্মান অভিবাসীরা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর অরিজিনাল নাম ছিল এসসিএডিটিএ। তারা এফ১৩ বিমান ব্যবহার করে। ১৯৩০ এর দশকের শেষের দিকে পৃথিবী যখন যুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন এই বিমান সংস্থা মার্কিন সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। কারণ, জার্মানির সঙ্গে এর সংযোগের ফলে নিরাপত্তা উদ্বেগ ছিল তাদের।পরবর্তীতে এই বিমান সংস্থায় নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করে প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ। ১৯৪৯ সালে এসসিএটিডিটিএ কলম্বিয়ান বিমান সংস্থা এসএসিও'র সঙ্গে মিশে যায় এবং বর্তমানের নাম ধারণ করে। বর্তমানে প্রতিবেশী দেশগুলোতে বেশ কিছু বিমান সংস্থা থাকলেও লাতিন আমেরিকায় সবচেয়ে বড় বিমান সংস্থাগুলোর অন্যতম এভিয়াঙ্কা। এতে আছে কমপক্ষে ১৩০টি বিমান।
০৩. বৃটিশ এয়ারওয়েজ	এটি বৃটেনের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান সংস্থা। প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ সালে। একই বছর আগস্টে প্রথম ফ্লাইট আকাশে ওড়ে। বৃটিশ এয়ারওয়েজ নিয়ে খুব কমই বিতর্ক আছে। চারটি কোম্পানি বৃটিশ ওভারসিস এয়ারওয়েজ করপোরেশন, বৃটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজ, কেমব্রিয়ান এয়ারওয়েজ এবং নর্থইস্ট এয়ারলাইন্স মিলে গঠন করা হয় এই বিমান সংস্থা। পূর্ববর্তী বিমান সংস্থাগুলোর শততম বার্ষিকী পালন করে তারা ২০১৯ সালে।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ সর্বোচ্চ উচ্চতার বিমানবন্দর

ক্রমিক	নাম ও দেশ	উচ্চতা
১.	ডাওচেং ইয়াডিং বিমানবন্দর (DCY), চীন	৪,৪১১ মি
২.	চাংদু বাংদা বিমানবন্দর (BPX), চীন	৪,৩৩৪ মি
৩.	রিকাজে ডিংরি বিমানবন্দর (DDR), চীন	৪,৩০০ মি
৪.	গাঞ্জি কাংডিং বিমানবন্দর, চীন	৪,২৮০ মি
৫.	আলী কুনশা বিমানবন্দর, চীন	৪,২৭৪ মি
৬.	গাঞ্জি গেসার বিমানবন্দর (GZG), চীন	৪,০৬৮ মি
৭.	এল আল্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (LPB), বলিভিয়া	৪,০৬২ মি
৮.	শানান লংজি বিমানবন্দর (LGZ), চীন	৩,৯৮০ মি
৯.	ক্যাপ্টেন নিকোলাস রোজাস বিমানবন্দর (POI), বলিভিয়া	৩,৯৩৬ মি
১০.	ইউশু বাটাং বিমানবন্দর (YUS), চীন	৩,৮৯০ মি

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ১০টি বিমান দুর্ঘটনা

টেনেরিফ দুর্ঘটনা

১৯৭৭ সালের ২৭ মার্চ। স্পেনের টেনেরিফ দ্বীপপুঞ্জের নর্থ এয়ারপোর্টে কেএলএম রয়েল ডাচ এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং-৭৪৭ বিমান উড্ডয়ন শুরু করার ঠিক পরপরই 'প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ'-এর অপর একটি বোয়িং-৭৪৭ বিমানের ওপর বিধ্বস্ত হয়। এতে দুই বিমানের মোট ৫৮৩ যাত্রীর প্রাণহানি ঘটে। তবে প্রাণে বেঁচে যান ৬১ জন।

জাপান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১২৩:

একক বাণিজ্যিক বিমানে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এটি। ১৯৮৫ সালের ১২ আগস্ট। জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানটি টোকিও থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই দেশটির পাহাড়ি অঞ্চল ইউয়েনো এলাকায় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গিরিখাতের ভেতরে বিধ্বস্ত হয়। এতে মারা যান ৫২০ জন। বিস্ময়করভাবে প্রাণে বেঁচে যান চার যাত্রী।

হরিয়ানায় মধ্য-আকাশে সংঘর্ষ:

১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের চরকি দাদড়ি এলাকা। সৌদি এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজের সঙ্গে কাজাখস্তান এয়ারলাইনসের আরেকটি উড়োজাহাজের মধ্য আকাশে সংঘর্ষ হয়। এতে মারা যান ৩৪৯ জন।

টার্কিশ এয়ারলাইনস ফ্লাইট ৯৮১:

১৯৭৪ সালের ৩ মার্চ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের 'ম্যাকডনেল ডগলাস ডিসি-১০' বিমানটি। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই এরমেওনভিলে একটি পার্কে আছড়ে পড়লে ৩৩৫ জন যাত্রী ও ১১ জন ক্রুর সবাই নিহত হন। উড়োজাহাজের পেছনের কার্গো এলাকার দরজা ভেঙে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. অভ্যন্তরীণ কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াসমূহের কার্যকারিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ।

২. ব্যবসা সম্প্রসারণ ও মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।

৩. সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি।

৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলী (Functions) :

১. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে নিরাপদ, দক্ষ, পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী এবং সমন্বিত আকাশ পরিবহন সেবা প্রদান।

২. ক্রয় ও লীজ গ্রহণের মাধ্যমে উড়োজাহাজ সংগ্রহ,ব্যবহার ও উড়োজাহাজ এবং অন্যান্য যানবাহনের মেরামত,ওভারহোল, রিকন্ডিশন এবং সংযোজন ।

৩. উড়োজাহাজ ইঞ্জিন, avionics, যোগাযোগ সরঞ্জাম ও যানবাহনের যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংযোজন, উৎপাদন,পুনঃব্যবহারযোগ্য করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মেরামত ।

৪. যে কোন এয়ারলাইন্সকে অথবা আকাশপথে পরিবহন সংস্থাকে গ্রাউন্ডসাপোর্ট সেবা প্রদান।

৫. খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে খাদ্য সরবরাহ।

৬. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ও অন্যান্য খামার পরিচালনা ।

৭. আকাশ পরিবহনে আনুষঙ্গিকসেবা খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরী ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অধিভুক্ত অফিস/প্রতিষ্ঠান

- Bangladesh Airlines Training Center (BATC)
- Biman Flight Catering Centre (BFCC)
- Biman Poultry Complex

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB)

বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB), যা সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বাংলাদেশ নামে পরিচিত, দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান সরকারি সংস্থা। এটি আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর নিয়মকানুন অনুযায়ী বিমান চলাচল, নিরাপত্তা এবং সেবার মান বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করে।

প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস:

১. **ব্রিটিশ শাসনকাল (১৯৪০-এর দশক):**

- বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশ ভারতের অংশ ছিল। ব্রিটিশরা বর্তমান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় একটি বিমানঘাঁটি স্থাপন করেছিল।
- ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এটি পূর্ব পাকিস্তান সিভিল এভিয়েশনের অধীনে আসে।

এয়ার ইন্ডিয়া ট্র্যাজেডিঃ

১৯৮৫ সালের ২৩ জুনের ঘটনা। আটলান্টিক মহাসাগরের আয়ারল্যান্ড উপকূলে সম্ভাব্য শিখ জঙ্গিদের বোমায় উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। মারা যান ৩২৯ আরোহীর সবাই। তাঁদের মধ্যে ২৬৮ জনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক।

সৌদিয়া ফ্লাইট ১৬৩ :

১৯৮০ সালের ১৯ আগস্টের ঘটনা। সৌদি আরবের রিয়াদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর উড়োজাহাজটিতে আগুন লেগে যায়। মারা যান ৩০১ আরোহীর সবাই।

ইরান এয়ার বিপর্যয় :

১৯৮৮ সালের ৩ জুলাইয়ের ঘটনা। পারস্য উপসাগরের আকাশে ইরান এয়ারের একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ গুলি করে ভূপাতিত করে যুক্তরাষ্ট্র। এতে মারা যান ২৯০ আরোহীর সবাই। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছিল, ভুল করে ওই গুলি করা হয়।

ইরানের ইলিউশিন বিমান :

২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। ঘটনাস্থল ইরানের কেরমান এলাকা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিধ্বস্ত হয় প্রভাবশালী বিপ্লবী গার্ড সদস্যদের বহনকারী উড়োজাহাজটি। মৃত্যু হয় ২৭৫ আরোহীরই।

আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১৯১ :

আমেরিকার মাটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা এটি। ১৯৭৯ সালের ২৫ মের ঘটনা। শিকাগোর ও'হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি ম্যাগডোনেল ডগলাস ডিসি-১০ বিমান উড্ডয়ন শুরু করলে রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটির কারণে বাম পাশের ইঞ্জিনটি পাখা থেকে খুলে পড়ে। এতে উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়ে ২৭৩ আরোহীর সবাই মারা যান। নিহত আরোহীদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৭ জন, সৌদি আরবের ৪ জন, দক্ষিণ কোরিয়ার ১ জন, অষ্ট্রিয়ার ১জন, বেলজিয়ামের ১ জন ও নেদারল্যান্ডের ১ জন, ১৩ জন ক্রু এবং রানওয়েতে থাকা ২ জন। ইঞ্জিনের ব্যর্থতা ছাড়াও এ দুর্ঘটনায় আরও কয়েকটি কারণ ছিল। হাইড্রোলিক সিস্টেম দুটিই ছিল অকেজো। বৈদ্যুতিক সংযোগ অফলাইনে চলে যাওয়ায় বিকল হয়ে পড়ে বিমানটি।

কোরিয়ান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ০০৭:

১৯৮৩ সালের ১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা। ঘটনাস্থল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোরন দ্বীপ। সোভিয়েত বাহিনী গুলি করে ভূপাতিত করে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজটি। মারা যান ২৬৯ আরোহীর সবাই।

বাংলাদেশের যতো বিমান দুর্ঘটনা

১৯৮৪ সাল

১৯৮৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকায় খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে অবতরণ করার সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফকার এফ২৭-৬০০ বিমানটি বর্তমান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি জলাভূমির মধ্যে ক্র্যাশ করে। বিমানটি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমানবন্দর থেকে পূর্বনির্ধারিত ঘরোয়া যাত্রী ফ্লাইট পরিচালনা করছিল। এতে ৪ জন ক্রু ও ৪৫ জন যাত্রীসহ সবাই নিহত হন।

১৯৯৭ সাল

১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর ৮৫ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ফকার এফ২৮-৪০০০ মডেলের বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি-৬০৯ ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছিল। সিলেট বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় কুয়াশার কারণে রানওয়ের পাদদেশ থেকে ৫ থেকে সাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরে উমাইরগাঁও নামক স্থানের একটি ধানক্ষেতে বিধ্বস্ত হয়। এতে ১৭ জন যাত্রী অহত হন।